দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 08 MAR 1997

পৃষ্ঠা ... কলাম ...

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৫শত ছাত্র-ছাত্রীর সার্টিফিকেট অবৈধ ঘোষণা

সালাউদ্দিন রেজা ।। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অফিসের কিছুসংখ্যক অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারীর জালিয়াতি ও ভুল মার্কশীট প্রদানের কারনে গত কয়েক বৎসরে অনার্স ও মাষ্টার্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে প্রায় ১৫ শত ছাত্র-ছাত্রী বর্তমানে অবৈধ সার্টিফিকেটধারী বলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিতে এই সকল ছাত্র-ছাত্রী সাব-সিডিয়ারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়

(শেষ পৃ:৬-এর ক: দ্র:)

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

(১ম পৃ: পর)

নাই। অথচ তাহাদের অধিকাংশই এখন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের বড় বড় কর্মকর্তা হিসাবে চাকুরীরত রহিয়াছে।

এ দিকে ১৯৯১ সনের ২য় বর্ষ-সাবসিডিয়ারী পরীক্ষায় অংশ গ্রহণকারী ছাত্র ছাত্রীদের ফলাফল প্রকাশের কয়েক মাসের মধ্যে প্রায় ১ শত জনকে আবার অকৃতকার্য হিসাবে ঘোষণা করা হয়। তাহাদের অনার্স পরীক্ষার ফলাফল স্থগিত করা হয়। বিভিন্ন বিভাগের এ সকল ছাত্র ছাত্রী পুনরায় সাবসিডিয়ারী পরীক্ষা দিলেও এখন পর্যন্ত তাহাদের ফলাফল প্রকাশ করা নাই। উপরন্ত পরীক্ষার ৬ মাস পরে তাহাদের সাবসিডিয়ারী ও অনার্সসহ সকল পরীক্ষা কেন বাতিল করা হইবে না জানাইয়া কারণ দর্শানোর নোটিস প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য, সাবসিডিয়ারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলেও অনার্স ও মাষ্টার্স পরীক্ষায় অংশগ্রহণের নিয়ম রহিয়াছে। বর্তমান অবস্থায় ৪০ জন ছাত্র-ছাত্রী অনার্স ও মাষ্টার্স পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিয়াও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এ ব্যাপারে সিদ্ধান্তহীনতার কারণে প্রায় দুই বৎসর যাবত কর্তৃপক্ষের নিকট ধরণা দিয়া কোন সদুত্তর পায় নাই। এ ৪০ জন ছাত্র-ছাত্রী সাবসিডিয়ারী জটিলতা নিরসন কমিটির মাধ্যমে বিভিন্ন সময়ে ক্যাম্পাসে ধর্মঘট, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের দপ্তরে ঘেরাও কর্মসূচী পালন করিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই সমস্যা নিরসনে গত ২৪শে ডিসেম্বর আশ্বাস প্রদান করিলে আন্দোলনের কর্মসূচী স্থগিত রাখে। কিন্তু গত ২রা মার্চ পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের এক পত্রে তাহাদের সকল পরীক্ষা

(১৫শ পৃ: ১-এর ক: দ্র:)

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

পুনরায় অবৈধ ঘোষণা করিলে সাব-সিডিয়ারী জটিলতা নিরসন পরিষদ নূতন কর্মসূচী ঘোষণা করিয়াছে। কর্মসূচী অনুযায়ী ৯ই মার্চ প্রশাসনিক ভবন অনির্দিষ্ট কালের জন্য অবরোধ এবং ১৩ই মার্চ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পূর্ণ দিবস হরতাল পালন করা হইবে। সাব-সিডিয়ারী জটিলতা নিরসন পরিষদের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় দীর্ঘ প্রায় ৮ বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করার পর কর্তৃপক্ষ আমাদের প্রতি যে আচরণ করিতেছেন, তাহা অমানবিক।